ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধী যুক্তি

Sociological Theory of Religion: Emile Durkheim: The Elementary Forms of Religions

ধর্মের সমাজতাত্বিক মতবাদঃ

---যেসব দেবতার কাছে মানুষ পুজা নিবেদন করে তারা কাল্পনিক সত্তা।

অথচ, তা সমাজ থেকেই অচেতনভাবেই গড়ে ওঠে এবং সমাজের মানুষের চিন্তা ও আচরণের নিয়ন্ত্রক।

---ধর্মের ঈশ্বর কোন অতিপ্রাকৃত সত্তা নয়, তা হল মানুষ-কল্পিত যা আসলে সমাজেরই এক বাস্তবিক শক্তির প্রতীক।

এই শক্তি নৈতিক আদর্শ হিসেবে সমাজস্থিত মানুষের উপর সমাজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয় এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

---সামাজিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের কাছে দেবতার গুণাবলী নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদের মনে ঈশ্বরের ধারণা জাগিয়ে তোলে, যা সমাজেরই প্রতীক।

The substratum of all religious belief lies in the idea of a mysterious impersonal force controlling life, and this sense of force is derived from the **authority of society over the individual**.

সমাজ যেমন তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কাছে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য দাবি করে, ঠিক তেমনই পবিত্রতার ধারণাও তার পুজকের কাছ থেকে সম্পুর্ণ আনুগত্য দাবী করে।

উদাহরণ --অস্ট্রেলীয় উপজাতি → সম্প্রদায় এক চেতনবিশিষ্ট জীবদেহের মতো, যার মধ্যে মানুষেরা কোষের মত এবং এরা গোষ্ঠী মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

The tribe or clan was a psychic organism within which the human members lived as cells, not yet fully separated out as individuals from the group mind.

মানুষ সামাজিক প্রাণী- সে মনে করে সমাজশক্তি অপ্রতিরোধ্য হলেও তা ব্যক্তি জীবনে কল্যাণকারী।

মানুষ মনে করে যে সমাজ তার প্রথা, আচার-বিচার, বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনে কল্যান ও নিরাপত্তা প্রদান করে।

----এই ভাবেই আদিম সমাজের মানুষের মনে মঙ্গলময় ঈশ্বরের ধারণাটির উন্মেশ হয় এবং সেই ধারণাটিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ব্যক্তি-মানুষের আনুগত্য আদায় করে। এই ধারণা একটি কল্পনা-মাত্র। ঈশ্বর সমাজশক্তির প্রতীক।

আমরা মানসিক প্রাণশক্তি সমাজ থেকেই সংগ্রহ করি, এর থেকেই প্রাঞ্চঞ্চলতা লাভ করি।

---মানুষ তাদের সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছেন।

সমালোচনা—

১) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদে 'সমাজ' বলতে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়নি। তাহলে কি ভাবে ধর্মীয় চেতনা আমাদের মধ্যে মানুষ মাত্রেরই প্রতি এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব বা বাধ্যতাবোধের উন্মেশ ঘটায়?

Hick- If the call of God is only society imposing upon its members forms of conduct that are in the interest of that society, what is the origin of the delegation to be concerned equally for all humanity?

২) ধর্ম প্রবর্তকরা অনেক সময় সমাজে প্রচলিত নৈতিক বিধির উর্ধে উঠে নৈতিকতার নুতুন পথ দেখান। যদি সংগঠিত গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ছাড়া নৈতিক বাধ্যতাবোধের অন্য কোন উৎস না থাকে, তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সমাজ ও মানুষের বেবেক সংস্কার এবং নৈতিক সৃজনশীলতা ব্যাখ্যা সম্ভব না।

৩) যদি ঈশ্বরকে ছদ্মবেশী সমাজ বলে গন্য করা হয়, তাহলে সমাজের বিরুদ্ধে ধর্মগুরু বা ধর্মপ্রচারকরা কীভাবে ঈশ্বরের সমর্থন বা সান্নিধ্য লাভ করেন?

The Freudian Theory of Religion

ধর্ম সম্পর্কে ফ্রয়ডীয় তত্ব – The Future of an Illusion

They (religious beliefs) are illusions, fulfillment of the oldest, strongest and most inconsistent wishes of mankind- ধর্ম মানুষের সর্বজনীন ভ্রান্তি।

ভুমিকম্প, ঝড়, মৃত্যু ইত্যাদি প্রকৃতির অত্যন্ত ভীতিপ্রদ বিশয়গুলির বিরুদ্ধে ধর্মই হল মানসিক প্রতিরোধ (mental defense)—ফ্রয়েড।

মানুষ তাদের কল্পনায় এইসব শক্তিকে প্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে না দেখে কতগুলি রহস্যময় ব্যক্তিশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এইভাবে মানুষ ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করে তার অসহায় ও বিপন্ন-বোধকে প্রশমিত করে।

---প্রাকৃতিক শক্তি বা ঘটনাগুলির কাছে কোন আবেদন চলে না। কিন্তু এই সব বিষয়ের যদি আমাদের মতো আবেগ, অনুভূতি, রাগ ইত্যাদি থাকে অর্থাৎ এরা মানবিক গুণসম্পন্ন চেতন সত্তা হয়, তাহলে তাদেরকে manage করা যায়।

"Totem and Taboo"

---ধর্ম হল মানব মনের এক বিকার বা অসুস্থতা- Religion is the universal obsessional neurosis of humanity.

ফ্রয়েডের মতে- ধর্ম পুরুষ -সৃষ্ট এবং এটি গৌণভাবে নারিদের উপর চাপানো হয়েছে।

ধর্মের ঈশ্বর কোন বাস্তব সত্তা নয়, তা হল নিছক শৈশবকালীন শিশু-মনের পিত্রপ্রতীক (God is infantile father image- relic of childhood **Oedipus complex**)

ধর্ম -অবদমিতের প্রত্যাবর্তন Return of the repressed.

--Primal horde – আদিম দল।

-- নির্জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের উৎসমূল।

সমালোচনা-

১) Primal horde – আদিম দল এবং Oedipus Complex সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিদরা একমত নন।

২) ধর্ম যদি বিভ্রম হয় তাহলে এখনও আমরা ধার্মিক কি ভাবে?

৩) The instinctive appetite or demand for God…is a proof of the reality of Deity, in the same sort of sense in which hunger is a proof of the existence of food.

ভিত্তিহীন কামনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাই ধর্মের ঈশ্বর অতি-কল্পনা(myth) নয়।